দৈনিক বাংলা
দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল

সত্তরের দশকে স্থাপিত মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলগুলির কি হবে? এ প্রশ্ন এখন সংশ্লিষ্ট মহলে। এর মধ্যে তিনটি স্কুলকে কলেজে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক কোন সিদ্ধান্ত এখনো নেয়া হয়নি এ ব্যাপারে। তাই কোথাও স্কুল বন্ধ হয়েছে। বসে বসে শিক্ষক এবং কর্মচারীরা বেতন নিচ্ছে। করবার মত তাদের কিছু নেই।

সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে দেশে ৮টি মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই উদ্যোগ ছিল, ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য এই কর্মসূচীর অংগ। প্রাথমিক চিকিৎসাসহ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর এ সকল স্কুলে দু' বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হত।

১৯৮৭ সালে এরশাদ আমলে বিদেশী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। ৮টি স্কুলই অচল হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ৩টিকে কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। কিন্তু বাকী ৫টি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তই নেয়া হয়নি। এবং এই স্কুলগুলির হাল সম্পর্কেও তেমন কিছু জানা যায়নি। সম্প্রতি নোয়াখালীর খবরে জানা গেছে যে, নোয়াখালীর স্কুলটি অচলাবস্থায় পড়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। একজন অধ্যাপকসহ ৬৭ জন কর্মচারী বেতন পাচ্ছেন বছরের পর বছর। প্রতিষ্ঠানটির প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি আছে। তারও কোন ব্যবহার নেই। ফলে যন্ত্রপাতিগুলি নষ্ট হচ্ছে। হয়ত বা অন্যান্য স্কুলগুলির অবস্থাও একই রকম। অর্থাৎ কর্মচারী ও শিক্ষকদের বিনা কাজে বেতন দেয়া হচ্ছে বছরের পর বছর। এবং সম্পদ নষ্ট হচ্ছে কোটি কোটি টাকার।

এ পরিস্থিতি নিশ্চয়ই কারো কাম্য নয়। এবং এই অচলাবস্থার অবসান ঘটতে পারে এ ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই।

তবে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হলে আগ-পাছ অনেক কিছু বিবেচনা করতে হবে। ভাবতে হবে মেডিক্যাল শিক্ষার কাঠামো সম্পর্কে। দেখতে হবে আজকের মেডিক্যাল শিক্ষার কাঠামোতে এ ধরনের ট্রেনিং স্কুলের প্রয়োজন আছে কিনা বা আদৌ আজকের কাঠামোতে এ ধরনের ট্রেনিং স্কুল খাপ খায় কিনা বা কি প্রেক্ষিতে ও প্রয়োজনে এই স্কুলগুলি স্থাপিত হয়েছিল। এবং স্কুলগুলি বন্ধ হলে শিক্ষক-কর্মচারীদের কোথায় কিভাবে পুনর্বাসন করা হবে। এ ধরনের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা ছাড়া এ ধরনের কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

তবে কোন সিদ্ধান্তের জন্যই বিলম্বের অবকাশ এখন আর নেই। ইতিমধ্যে ৫টি বছর চলে গেছে। বন্ধ স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনের জন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে শুধুমাত্র সিদ্ধান্তহীনতার জন্য। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে কোন কিছু করলে সকল মহলই উপকৃত হবে।

27